Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ জুলাই, ২০১৭

৪০ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ২৪ জুলাই, ২০১৭, সোমবার, ৭ শ্রাবণ, ১৪২৪

দুর্গাপুরে চলছে বামফ্রন্টের জোরদার প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৪ জুলাই : ১৩ অগস্ট দুর্গাপুর নগর নিগমের নির্বাচন হতে চলেছে। ইতিমধ্যে ২০ জুলাই ৩১জন বামফ্রন্ট প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক মানুষের মিছিলের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা মনোয়নপত্র দাখিল করেছেন। শুরু হয়েছে জোর কদমে প্রচার, চলেছে দেওয়াল লিখন। মিছিলে প্রার্থীকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরা এখন বামপন্থী কর্মীদের নিত্যদিনের কর্মসূচি। শিল্পশহর আজ নিদারুণ অবস্থায় রয়েছে। ক্রমাগত বন্ধ ও রুগ্ন হচ্ছে এই শিল্পনগরীর একের পর এক কলকারখানা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উদাসীন এই শিল্পাঞ্চলকে নিয়ে। বিগত ছয় বছরে মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলে একটিও নতুন শিল্প হয়নি। অথচ জোরজুলুম, তোলাবাজির দৌলতে বিপন্ন শিল্পনগরী। এর সাথে বিগত ৫ বছরে পৌর নিগমের সার্বিক ব্যর্থতার নিদারুণ চিত্র। উন্নয়ন তো হয়নি, দখল হয়েছে। বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। ভরাট হয়েছে পুকুর। পরিবেশের ভারসাম্য শুধু বিপন্ন হয়নি। নির্মাণপ্রকল্প হোক বা গৃহনির্মাণ হোক কাটমানি, তোলাবাজি, জুলুমবাজিতে অতিষ্ঠ দুর্গাপুরের মানুষ। চলছে অবাধে পুকুর ভরাট। দামোদরের চরে গড়ে উঠছে অবৈধ পর্যটন কেন্দ্র। সবই হচ্ছে শাসক দলের মদতে। নিকাশী ব্যবস্থার বেহাল দশা। শহরে পানীয় জলও পাচ্ছেন না মানুষ। স্বাভাবিক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে আসামীর

—এরপর চারের পাতায়

প্রয়াত বিমল সিংহরায়ের স্মরণসভায় অঞ্জু কর

সাম্প্রদায়িক, দুষ্কৃতীদের দলগুলিই ক্ষমতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ জুলাই : সাম্প্রদায়িক, নৈরাজ্যবাদী, দুষ্কৃতীদের দলই এখন রাজ্য ও কেন্দ্রের ক্ষমতায়। দেশ ও মানুষকে বাঁচাতে সংগঠিত হয়ে এই দুই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে। তাদের বিদায় জানাতে হবে। তবেই একজন কমিউনিস্ট-এর ভূমিকা পালন করে প্রয়াত অথবা শহিদদের প্রকৃত সম্মান জানানো হবে। মেদগাছিতে অনুষ্ঠিত প্রয়াত যুবনেতা বিমল সিংহরায়ের স্মরণসভায় বলেন সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর। তিনি ছাড়াও ২০১২ সালের আজকের দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত বিমল সিংহরায়ের স্মরণে বক্তব্য রাখেন হালিম শেখ, সুকুল

—এরপর চারের পাতায়

সাপ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমঞ্চের সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ জুলাই : গত ২৪ জুন রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড়ায় নবম শ্রেণির ছাত্র অরূপ বর্মনকে। ১৭ জুন সন্ধ্যার সময় খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে সাপে কামড়ায় পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র বিজয় সবরকে। ৩০ মে রাত্রিবেলা রান্নাঘরে কাজ করার সময় সাপে কামড়ায় সদ্য মাধ্যমিক পাস করা ছাত্রী রিংকী মাঝিকে। এদের বাড়ি যথাক্রমে কালনা থানার ছোট স্বরাজপুর, কাঁকুরিয়া ও সারগড়িয়া গ্রামে। এই ছাত্র-ছাত্রীদের মৃত্যু হয় ওঝার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া নতুবা হাসপাতালে আনতে বিলম্ব করার। এই মন্তব্য করে কালনা মহকুমা হাসপতাল সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই বলেন—এই রকম মৃত্যু আরও ঘটে প্রতি বছরই। সাধারণ মানুষের এই অজ্ঞানতা দূর করতে কালনার বৈদ্যপুরে এক মনোজ্ঞ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন আশা ও অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের কর্মীরা। এই সেমিনারের পাশাপাশি হাতে কলমে শেখানো হয় কোন সাপ বিষধর, কোন সাপ বিষধর নয়। ওঝারা কী করে বুজরুকি করে মানুষকে ঠকায়, তার স্বচ্ছ একটা ধারণা দেওয়া হয়। এছাড়াও সাপে কামড়ানোর পর করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দেন অভিজ্ঞ ডাক্তরবাবুরা। বিডিও কালনা-২ বলেন, অজ্ঞানতার কারণে সর্প দংশনে মৃত্যু রোধ করতেই এই উদ্যোগ। আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা গ্রামে গ্রামে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে এই অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টা চালাবেন।

দেহদান ও অঙ্গদান বিষয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ জুলাই : মরণোত্তর দেহদান ও অঙ্গদান বিষয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এই উদ্দেশ্যে বর্ধমান শহরের জাগরী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় একটি আলোচনা সভা। উপস্থিত ৯৬ জন এদিন দেহদানের অঙ্গীকার করেন। ১৯৯০ সালে সুকুমার হোমচৌধুরীর পরিজনেরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রথম কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে দেহ তুলে দেন। এরপর অনেকেই এগিয়ে আসেন। রাজ্যে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব তাঁদের দেহ দান করেছেন। এই প্রয়াসের অন্যতম কাণ্ডারী গণদর্পণের ব্রজ মুখার্জি। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাব, সচেতনতা প্রসারের অভাবে প্রয়াসটি ততটা সাফল্য পায়নি। বর্ধমানের মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও ব্যাঙ্ক বীমা যৌথ প্রচার মঞ্চ। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এদিনের আলোচনায় সকলের সামনে তুলে ধরেন ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, ডাঃ তুষার বটব্যাল, ড. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সভাপতিত্ব করেন তন্ময় ঘোষ প্রমুখ।

কারখানার বেসরকারিকরণ হতে দেবে না এ.এস.পি-র শ্রমিক কর্মচারীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৮ জুলাই : অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের শ্রমিকরা এক বিশাল গণবিক্ষোভে এ.এস.পি.-র বেসরকারিকরণ হতে দেবেন না জানিয়ে দিলেন। সংহতি জানাতে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা।

'মহারত্ন' বিশেষ ইস্পাত উৎপাদক কারখানা—অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট (দুর্গাপুর), সালেম (তামিলনাড়ু) ও ভদ্রাবতী স্টিল প্ল্যান্ট (কর্ণাটক)-কে মোদি সরকার বেসরকারিকরণ করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে সেইলের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তুলেছে। ১১ এপ্রিল তিনটি কারখানায় সর্বাত্মক ধমর্ঘট হয়। সংহতি জানিয়ে ওই দিন সেইলের সর্বত্র শ্রমিক-কর্মচারীরা দু-ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করেন।

অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের বেসরকারিকরণে বিরুদ্ধে শ্রমিকরা গত দেড় বছর ধরে লাগাতার লড়াই চালিয়ে আসছেন। সবকটি ট্রেড ইউনিয়ন (তৃণমূল ও বি.এম.এস বাদে) মিলে

—এরপর চারের পাতায়

ন্যূনতম ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে খেতমজুর ডেপুটেশন পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ জুলাই, পূর্বস্থলী : খেতমজুরদের ন্যূনতম ৩০০ টাকা দৈনিক মজুরি, কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম, এম.জি.এন.আর.ই.জি..এ প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা, ডিজিটাল রেশনকার্ডের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করা, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের কৃষি ঋণ মুকুব, খেতমজুরদের পি.এফ.-এর টাকা জমা ও ফেরতের ব্যবস্থা চালু করা প্রভৃতি ৮ দফা দাবিতে পূর্বস্থলী ১নং বিডিওকে আজ ডেপুটেশন দিল সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন। ডেপুটেশন উপলক্ষে এদিন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর বিডিও অফিস চত্বরে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কৃষকসভার জোনাল সম্পাদক ও প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাস। সাকাউৎ হোসেনের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল বিডিও পুষ্পেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটেশন দেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল, শ্রমিক নেতা প্রবীর মজুমদার, বিধায়ক প্রদীপ সাহা, খেতমজুর ইউনিয়ন নেতা মলয় চক্রবর্তী, সাকাউত হোসেন প্রমুখ। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও জমায়েত ছিল উল্লেখ করার মতো। ব্লকে ব্লকে এই কর্মসূচিও খেতমজুরদের সভা ও ধর্মঘট হয়।

মেমারি থানা এলাকার বেশ কিছু অঞ্চলে খেতমজুর আন্দোলনের সাফল্য এলেও এখনও বেশ কয়েকটি

—এরপর চারের পাতায়

উন্নত ধানবীজ কাজেই আসছে না কৃষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ জুলাই : খরিফ কিংবা বোরো সব মরশুমেই স্বর্ণ মাশুরি প্রজাতির ধান চাষ করাই বাংলার কৃষকদের কাছে দস্তুর। অথচ এর থেকে আরো উন্নত ও উৎকৃষ্ট বেশ কয়েকটি ধানের বীজ আছে। যেগুলি ইতিমধ্যেই সরকারি কৃষি খামারগুলিতে পরীক্ষিত। যা বর্তমান পরিস্থিতিতে চাষ করার পক্ষে খুবই উপযাগী। এই উন্নত প্রজাতির বীজ দিয়ে চাষ করলে লাভতো হবেই, পাশাপাশি পরবর্তী ফসল চাষের জন্য পর্যাপ্ত সময় পেয়ে যাবে। তাতে উৎপাদন ব্যয় কমবে। কিন্তু এই সুযোগ নিতে পারছেন না সরকারি নীতির কারণে। সরকার অনুমোদিত রাইসমিলগুলি একমাত্র স্বর্ণ মাশুরি ধানই কেনে সহায়ক মূল্যে। নতুন প্রজাতির

ধান বিক্রির জায়গা না থাকায় কৃষকরা সেই স্বর্ণ মাশুরি চাষ করতেই বাধ্য হন। একথা স্বীকার করে নিয়েছেন সরকারি আধিকারিকরাও। কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের সহ অধিকর্তা ড. সুব্রত ঘোষ জানান, আমাদের সরকারি বীজ খামারে সমভাগী সহ আরো ছয়টি উন্নত প্রজাতির ধানের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে বিগত কয়েক বছর ধরেই। ভালো ফল

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৭

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে

লেখা পাঠানো যাবে ৩১ জুলাই-এর মধ্যে

কপি রেখে লেখা পাঠান।

অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

আপনার লেখা পাঠাতে পারেন ই-মেলে

তবে অবশ্যই হার্ড কপি পাঠাতে হবে।

আমাদের mail id :

weeklynatunchithi@gmail.com,

dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২৪ জুলাই, ২০১৭

রাষ্ট্রপতির বিদায় ভাষণ

ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি অবসর নেবেন আর দু-দিন পরেই। তাঁর একটি দলসত্তা অবশ্যই ছিল, কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। কংগ্রেস প্রধান জোট সরকারের আমলেই তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। কেন্দ্রে ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ভারতের সংসদীয় সাংবিধানিক কাঠামোয় রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি শাসনের বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তেই শিলমোহর দিতে হয়। প্রত্যক্ষ বিরোধিতার অবকাশ নেই বললেই চলে। সুদীর্ঘ কংগ্রেসি অতীত সত্ত্বেও বর্তমান বিজেপির মোদি-শাসনকালেও তিনি কোনো প্রত্যক্ষ সংঘাতে যাননি। তবে পরোক্ষভাবে কিছু কিছু সমালোচনা যে করেননি, তা নয়। বিদায়বেলায় সাংসদদের বিদায়জ্ঞাপক অনুষ্ঠানেও তিনি অতি সাবধানে এমন কয়েকটি কথা বলেছেন, যাকে মোদি-সরকারের পরোক্ষ সমালোচনা বলেই গণ্য করা যেতে পারে এবং যার সত্যতাও অনস্বীকার্য। কংগ্রেস আমলে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি এর ফলে জনবিচ্ছিন্নতার কথা ইন্দিরা গান্ধী নিজেও সাংবাদিকদের কাছে কীভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তার কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি মোদি-সরকারের প্রত্যক্ষ প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষ কিছু সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। যে বিষয়টির উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন তা হল মোদি জমানায় কোনো আলোচনা ছাড়াই বিল পাশ করানো এবং সংসদকে এড়িয়ে একের পর এক অধ্যাদেশ জারি করা। যে পদ্ধতিতে বিমুদ্রাকরণ, জি এস টি ইত্যাদিকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই এ যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জরুরি অবস্থা প্রসঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির নিজেকে শুধরে নেবার তিক্ত প্রসঙ্গ টেনেও তিনি কার্যত নরেন্দ্র মোদির নিজেকে শুধরে নেবার প্রয়োজনের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। মোদি-শাসনে অসহিষ্ণুতা ও হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির প্রতিও তিনি ইঙ্গিত করেছেন।

সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবেও আর্থিক বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করার অনৌচিত্যের কথা বলেছেন। আইন তৈরির ক্ষেত্রে যেভাবে বিশদ আলোচনার কোনো অবকাশ না রেখে বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তাকেও দুর্ভাগ্যজনক বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আলোচনা ছাড়া আইন পাশ যে জনগণের বিশ্বাসভঙ্গেরই নামান্তর, সে ইঙ্গিত দিতেও তিনি ছাড়েননি।

কিন্তু বিদায়ী রাষ্ট্রপতি যা-ই বলুন না কেন, তাতে মোদিজির কী এসে যায়? সংসদে বিরোধীরা কী বললো তাতেও তাঁর কিছু আসে যায় না। শোনার সময়ই বা কোথায়? সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াতেই তিনি অতি ব্যস্ত। একের পর এক হুলিয়া জারি করেই তাই তাঁর সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দেবার ধারা চলবেই, যতদিন না মানুষ এই সরকারকে ক্ষমতাসীন করার ভয়ংকর ভুল মেনে নিয়ে তাদের সিদ্ধান্তকে শুধরে না নেয়।

সিপিআই(এম) সংগঠকের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা কালনা, ২২ জুলাই : সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ সংগঠক রামপ্রসাদ সিংহরায়ের জীবনাবসান হয়েছে। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। ২১ জুলাই রাত্রে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই রাতেই ১২টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ তাঁর মেদগাছি গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলে আজ সকালে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান অসংখ্য কর্মী নেতা ও শুভানুধ্যায়ীরা। কালনা শ্মশানে শেষকৃত্য সমাধান করার আগে বাড়ি থেকে মৃতদেহ মেদগাছি ও ধাত্রীগ্রাম সিপিআই(এম) অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। লালা পতাকা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান—মধুসূদন সিংহরায়, নির্মল সিংহরায়, খগেন রায়, কৃষ্ণচন্দ্র নাগ প্রমুখ। প্রয়াত প্রবীণ সংগঠনের স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র বর্তমান।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বাংলা প্রদেশের 'ঢাকা কলেজ' কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
২. দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকটি কে অনুবাদ করেন? এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক মামলা কবে শুরু হয়?
৩. ভারতের কোন মশলা সবচেয়ে দামি? এটি কোথায় উৎপন্ন হয়?
৪. ফারাক্কা ব্যারেজ কোন দুটি নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করে?
৫. ভারতে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁর আসল নাম কী ছিল? কত সালে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়?
৬. হিন্দি ভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কোনটি? কার সম্পাদনায় কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
৭. প্রখ্যাত তেলেগু কবি ও লেখক চিনগিরেড্ডি নারায়ণা রেড্ডি কবে প্রয়াত হন?
৮. কোন দেশ রাষ্ট্রসংঘের প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়?
৯. পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলাকে তামাক বর্জিত জেলা বলে ঘোষণা করা হয়?
১০. বিশ্ব সমুদ্র দিবস কবে পালিত হয়? ২০১৭ সালের মূল ভাবনা কী ছিল?
১১. এবছর ২০১৭ সালে কাকে 'ম্যান বুকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষিত হয়?
১২. মুকুরথি জাতীয় উদ্যান ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?

(উত্তর শেষের পাতায়)

'কাস্তে' কবিতার ৮০ বছর

হ্যাঁ, কাস্তেটা রেখেছি তো শানায়ে

তপময় ঘোষ

এ বছর দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতার আশি বছর। ১৯৩৭ সালে এই যুগান্তকারী কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু সারা বছর ধরে কবিতাটি কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি। অবশেষে আর এক কবি অরুণ মিত্রের সৌজন্যে পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কবিতাটি ছাপা হয়। 'কাস্তে' প্রকাশিত হওয়ার পরই, এই কবিতার চমক-সৃষ্টি-করা পংক্তি "চাঁদের শতক আজ নহে তো, এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে" ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

'কাস্তে-কবি' দিনেশ দাসের জীবনী থেকে আমরা জানি যে, যৌবনে কবি বিপ্লবী রাজনৈতিক কাজ ও সামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে যাওয়ায়, ১৯৩৩-৩৪ সালে স্কটিশচার্চ কলেজে পড়তে পড়তেও তিনি বি.এ পরীক্ষায় বসেননি। ফলে বংশানুক্রমিকভাবে সরকারি চাকুরে তাঁর বাবা রুষ্ট হয়েছিলেন। পিতার রোষের ফলে তিনি সাময়িকভাবে গৃহত্যাগ করে উত্তরবঙ্গে চা-বাগানে চলে যান। সেখানে বছরখানেক কাটিয়ে ১৯৩৬ সালে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন।

কবিপুত্র শান্তনু দাসের কথায় : "...১৯৩৬-এ চা-বাগান থেকে ফিরে এসে কবি অনুভব করেছিলেন কলকাতার আকাশে বাতাসে এক নতুন মতবাদ যার নাম 'কমিউনিজম'। অথচ শব্দটির প্রতি ব্রিটিশ সরকারের এত আতঙ্ক যে, কথাটি কারও মুখ দিয়ে প্রকাশ্যে উচ্চারিত হলে তার উপর থাকত পুলিশের কড়া নজর। অথচ তাদের চোখে ধুলো দিয়ে খিদিরপুর ডক এলাকায় আমদানি হতো বিদেশি জাহাজ করে সাম্যবাদী গ্রন্থ ও পত্রিকা। 'আলিপুর রেড গার্ড' আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে তখন। এর নেতৃবৃন্দের সহায়তায় তার পরিচয় ঘটল মার্কস, এঙ্গেলস, র‍্যাফল ফক্স প্রভৃতি সাম্যবাদী মনীষীদের গ্রন্থের সঙ্গে। হাওয়া বদল হল। রোমান্টিসিজমের নদী পেরিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বাস্তবের ডাঙায় উঠে এলেন। ১৯৩৭ সালে 'কাস্তে' রচিত হল। হাতুড়ি-বর্জিত করা সত্ত্বেও কবিতাটি রাজরোষের ভয়ে কোথাও ছাপা হল না—এমনকি তাঁদের দলের কাগজ 'অগ্রগতি'তেও না। কবিজীবনে প্রথম আঘাত পেলেন তিনি। তাঁর ধনুকভাঙা পণ—হয় 'কাস্তে' প্রকাশিত হবে, না হয় তিনি আর কলম ধরবেন না। কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন তিনি।" (সূত্র : দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা)

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজারে হঠাৎ প্রকাশিত এই কবিতাটি সত্যিই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। কবিপুত্র শান্তনুর কথায় : "...কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অগ্রজ কবিদ্বয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে যখন ওই কবিতাটির 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' উদ্ধৃতি দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যায় দুটি কবিতা লেখেন, তখনই কবিমহলে সাড়া পড়ে যায়। ...কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সুখেন সেন প্রমুখ তরুণ কবিরাও ওই ছত্রটিকে শিরোনাম করে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করেন। ওই একই শিরোনামে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও একটি ছোটগল্প প্রকাশ করেন 'অলকা'য়। কবিতাটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হিন্দি কবিতায়ও এর প্রভাব পড়ে...। সেই জন্যে 'কাস্তে' শুধু কবির জীবনে নয়, বাংলা সাহিত্যেরও একটি ঘটনা।"

স্বয়ং কবি দিনেশ দাস এই কবিতাটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন : "... জার্মান-ফ্যাসিস্টদের বেয়নেট যত তীক্ষ্ণই হোক না কেন, কাস্তে-হাতুড়ি অর্থাৎ জনগণের শক্তির সঙ্গে তারা কিছুতেই পারবে না।" এই ব্যাখ্যা শুনে সমালোচক অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর চোখে বঙ্কিমের আনন্দমঠের একটি দৃশ্য ভেসে উঠতে দেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার আনন্দমঠ-এর তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলেছেন : "... কোম্পানীর সৈনিকেরা কেহ গাজা, কেহ রম মারিয়া বন্দুকে সঙ্গীণ চড়াইয়া সন্তান-বধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য, অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট সত্যের মত কর্তিত হইতে লাগিল।"

আনন্দমঠের এই উপমায় 'সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট কর্তিত' হতে লাগল কিন্তু দিনেশ দাস চাঁদকে কাস্তে বানিয়ে শত্রু নিধনের কল্পনা করেছেন। এখানেই তাঁর রূপকল্পের মৌলিকতা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের মূল্যায়নে তাই 'দিনেশ দাসের পংক্তি দুটিকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারেননি। না সুধীন্দ্রনাথ, না বিষ্ণু দে'।

১৯৩৭ সালের পর সময় ৮০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে আশি বছর আগের সেই সময়টিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির আবহে সেই সারা পৃথিবী প্রবলভাবে দ্বিধাবিভক্ত। ফ্যাসিবাদ-আক্রান্ত সেই সংক্ষুব্ধ সময়ে পৃথিবী ছিল সত্যিই বিপন্ন। আর সেই বিপন্নতা রুখবার জন্য পৃথিবীর শিল্পী-সাহিত্যিক-মনীষীদের সে কি মরিয়া প্রচেষ্টা। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশে ফরাসি মনীষী রোমাঁ রোলাঁ, আঁরি বারবুস, আইনস্টাইন সহ শান্তির সৈনিকদের লড়াই। একদিকে হিটলার-মুসোলিনিদের চূড়ান্ত আস্ফালন, অন্যদিকে শান্তিকামী গণমানুষের গণপ্রতিরোধী সংগ্রাম।

পৃথিবীর প্রতিবাদসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা'ও রচিত হয়েছিল ওই ১৯৩৭ সালেই। কারণ ইতালি অন্যায়ভাবে অ্যাবিসিনিয়া আক্রমণ করলে তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ এ কবিতা লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওই অ্যাবিসিনিয়া-যুদ্ধ চলাকালেই স্পেনে ফ্যাসিস্টদের সম্মিলিত আক্রমণ ঘটে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে। এবং তার এক বছর পর ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে জাপান চিন আক্রমণ করে। স্পেনে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের কিছুকাল পরেই 'লীগ এগেনস্ট ফ্যাসিজম অ্যান্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় শাখা কমিটি গঠিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার সভাপতি। (সূত্র রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, নেপাল মজুমদার)

এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ২৫ ডিসেম্বর বিখ্যাত দুটি কবিতা লেখেন। সেই কবিতাদুটির বিখ্যাত পংক্তিগুলিও আমাদের চেনা :

"... নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

'কাস্তে' তো ঘরে-ঘরে থাকা সেই হাতিয়ার, যা নিয়ে সারা পৃথিবীর কৃষকজনতা লড়াই চালায়।

ওই ২৫ ডিসেম্বরে লেখা কবিগুরুর দ্বিতীয়টি হল, 'সেদিন চৈতন্য মোর' ('প্রান্তিক'-এর ১৭ সংখ্যক)। এই কবিতার বিখ্যাত, অবিস্মরণীয় পংক্তিও আমাদের মনে আছে : "... শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে, কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন।" এখানেও তো ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান। শিশুঘাতী নারীঘাতী বীভৎস ফাসিবাদের বেয়নেটের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানোর আহ্বান।

হ্যাঁ, এরকমই এক উত্তপ্ত বিশ্ব পরিস্থিতিতে দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতাটি রচিত হয়েছিল সেই ফ্যাসিস্ট আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টায়, প্রত্যাশায়।

তিরিশ এবং চল্লিশের দশকের কবিতার সমালোচক পরিমল চক্রবর্তী লিখেছেন : "... আমার বন্ধুস্থানীয় জনৈক কাব্য-গীতিকারের কণ্ঠে এটির গীতিরূপ...আমি শুনেছি। শুনে ভাল লেগেছে এবং সেইসঙ্গে যথেষ্ট উত্তেজনাও জেগেছে। এমনকি রক্তের তাপমাত্রাও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত, 'কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু', 'কাস্তেটা শান দিও বন্ধু' এবং 'কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে'—এই উত্তেজক পংক্তি তিনটি।" (সূত্র : তিরিশের স্বল্পালোচিত বাঙালি কবি।)

সম্ভবত গণসঙ্গীতকার অজিত পাণ্ডের কণ্ঠে গীত কাস্তে কবিতা সম্বন্ধে কট্টর সমালোচক পরিমল চক্রবর্তীর এই অভিব্যক্তি। অজিত পাণ্ডের গানের জন্য কবিতাটি আর এক মাত্রা পেয়েছে। এছাড়াও প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী তথা আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষও কবিতাটিকে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। কাস্তে এখন সাধারণ বাঙালির প্রাণের সম্পদ।

সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে রচিত সাহিত্য সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়। যে ঘটনা নিয়ে সাহিত্য রচিত হল সেই ঘটনার রেশ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যকৃতিটিও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। কিন্তু খুবই সুখের বিষয় আমাদের আলোচ্য 'কাস্তে'র ক্ষেত্রে তার উল্টো হয়েছে। যত দিন গেছে, তত এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে, আজও বাড়ছে।

আজীবন সংগ্রামী দিনেশ দাস উত্তরকালে স্বীকার করেছিলেন, চা-বাগিচার কুলীরাই ছিল তার জীবনে সাম্যবাদের প্রথম গুরু। তাঁর সহানুভূতিশীল চেতনা একেবারে নিচুতলার খেটে-খাওয়া মানুষের কাছ থেকে পাওয়া। আর আজ ২০১৭ সালের পাঠক আমরা সবাই জানি এখনও চা-বাগানের কুলীরা খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছেন। সে জন্যেও তো কবিতাটি আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

'কাস্তে' রচনার তিন দশক পর লেখা, 'গান, শ্লোগান, মেশিনগান' কবিতাতেও তিনি পুরনো প্রেরণা বজায় রেখেছিলেন :

"আমি কবি চিরদিনই সর্বহারা
আমার পিছনে সারাজীবন ধরে ঘোরে
ক্ষুধার বীভৎস নেকড়েগুলো।
.....
কবিতার ভিতরেই আমার শ্রেণির পরিচয়
আমার কবিতা একযোগে
গান, শ্লোগান, মেশিনগান।"

কাস্তে কালের মতোই এখনো তিনি কবিতাকে ... পরিণত করতে চাইছেন।

আজ যখন কারো কারো মনে হচ্ছে আক্ষরিক অর্থেই 'কাস্তে'র আর কোনো প্রয়োজন নেই, হার্ভেস্টারেই সব ধান কেটে দেবে, তখন অসংখ্য ছোট-বড় লড়াই শ্রমজীবী মানুষ কাস্তে আর হাতুড়ি ধরেই করছে। এই উদার অর্থনীতির বিশ্ব-ব্যবস্থার নতুন শোষণের যুগেও তাই প্রেরণা-দেওয়া পংক্তি সেই কাস্তে কবিতারই :

"বেয়নেট হোক যত ধারলো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু
শেল আর বোম হোক ভরালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু।"

অন্য সংস্কৃতি

শিশুরাই সোজা কথা সোজা বলতে পারে

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

এক খামখেয়ালি রাজা ছিলো এক দেশে। আর রাগও ছিলো তার ভীষণ। তার তালে তাল দিয়ে থাকতে হ'ত দেশের সকলকে। একটুও পান থেকে চুন খসলেই গর্দান যাবে।

রোজ রোজ নতুন নতুন খেয়াল উদয় হ'ত রাজার মাথায়। একদিন রাজা ঘোষণা করলেন, তাঁর রাজপোষাক খুব ভারি, ওই পোষাক তিনি আর পরবেন না। দেশে যত দরজি আছে তাদের ডাক পড়ল রাজার জামা বানানোর কাজে।

চকচকে লাল-কমলা-সাদা রেশমের কাপড়ে বানানো পোষাক দেখেই রাজা রেগে কাঁই। যে বুড়ো দরজি তার সারাজীবনের অর্জিত যাবতীয় কায়দা কাজে লাগিয়ে ওই পোষাক মন দিয়ে বানিয়েছিল, তা যে কেউ দেখে বলবে, কী অপরূপ! এদিকে রাজা তো রেগে গিয়েছেন। তাই সেই দরজি ভয়েই ধপাস্ করে পড়ে মরে গেল।

আর একজন দরজি একটা বেগুনি মখমলের ঝলমলে ঢিলেঢালা রাজপোষাক বানিয়ে দিল। বিনিময়ে রাজা তাকে শূলে চড়ালেন।

এবার একজন দরজি পুরো রাজপোষাকটাকে একটা মুঠোয় ভরে রাজাকে এন দিলো। রাজা শুধালেন, "এটি কী কাপড়ে বানানো?" দরজি জবাবে বলল, "মহারাজ এটি মসলিন কাপড়। দেখুন, এই ছোট আংটির ভেতর দিয়ে পোষাকের এমাথা ঢুকিয়ে দিলাম। এবার সুড়ুৎ করে পুরো পাষাকটি কেমন আংটির ভেতর দিয়ে গলে গেল।"

এই বেচারা দরজিরও গর্দান কাটা গেল খেয়ালি রাজার হুকুমে। রাজা এবার ফরমান জারি করলেন যে তাঁর পোষাক হতে হবে ভীষণ দামি, হালকা ওজনহীন, আর কেউ তা দেখে যেন বুঝতে না পারে।

এক বুড়ো অতিশয় চালাক দরজি দেখল এমনিতেও মরতে হবে, ওমনিতেও মরতে হবে। কাজেই রাজাকে একটা সাজা দেবার সুযোগ নেওয়া যাক।

সে এসে রোজ ফিতে, পেনসিল, কাঁচি এই সব নিয়ে মাপ নেয়, দাগ দেয়, কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটে আর সূঁচ-সুতো দিয়ে সেলাই করার ভান করে। এমনিভাবে সে সাতদিন কাটিয়ে দিল। এবার আট দিনের দিনে রাজাকে হাত তুলে দাঁড় করিয়ে পোষাক পরিয়ে দেবার ভান করল। তারপর বলল, "রাজামশাই রাজপথে বেরিয়ে পড়ুন এবার, দেখুন কেমন পোষাক হয়েছে। আমি বলছি। এমন পোষাক কেউ কোনওদিন দেখেনি।"

রাজা তো বেরিয়ে পড়লেন। তিনি মনের খুশিতে এদিক-সেদিক করতে লাগলেন। এমন আজব ঘটনা, সে দেশের লোকজন কখনো দেখেনি। দেখতে হবে তাও ভাবেনি। রাজপথের দু'ধারে হাজারে হাজারে লোক জড়ো হয়ে দেখছে। রাজা উদম গায়ে, পোষাক ছাড়া, কেমন হেঁটে যেতে যেতে খুশি মনে গান গাইছে। "কেমন লাগছে আমার রাজার নতুন পোষাক? আমার বেশ-ভূষা?"লোকজন ভয়ে ভয়ে জবাব দেয় "অপরূপ! এমনটা আমরা কেউই আগে কখনো দেখিনি।"

রাজা আরো খুশি হন। বুঝিয়ে বলেন, "গায়ে ফুরফুর করে হাওয়া লাগছে। আর পোষাকের কোনো ওজনই নেই।"

লোকজন সবাই একসাথে বলছে, "তা বটে। তা বটে।"

আসল কথাটা বলার মুরোদ তো কারুরই নেই। খেয়ালি রাজা কাকে কখন চরম শাস্তি দেন কে জানে!

একটা ছোট রাখালছেলে হঠাৎ ভিড়ের মাঝে চেঁচিয়ে উঠল— "রাজা তোর পরনের জামা কোথায়? গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো!"

এইবার রাজার হুস্ ফিরল। রাজা তো লাজে মরে যায় আর কী!

"ধরে আনো ঠগ ওই দরজিটাকে, শুলে চড়াও।"

দরজি তো আগেই পগার পার। কোন দেশে গা ঢাকা দিয়েছে কে জানে!

মোহভঙ্গ

অরুণ মজুমদার

অতীন ঘোষ বরাবরই একটু গা বাঁচিয়ে চলা গোছের মানুষ। শহরতলির এ পাড়াটা দিনে দিনে বেশ জমাটি হয়ে উঠছে। অতীনবাবুর মুদিখানাটিও আস্তে আস্তে বেশ পরিপাটি চেহারা নিয়েছে। বছর আটেক আগে সরকারের কী যেন একটা প্রকল্পে তিনশত স্কোয়ারফিট বাড়ি তৈরির জন্য তিন লাখ টাকা পেয়েছিলেন। সামনের অংশটা দোকানের জন্যই ঠিক করে রেখেছিলেন। ওদের কলোনির সব বাড়িই সেই প্রকল্পের দৌলতে পাকা হয়ে গেছে। বেশ ছিমছাম একটা চেহারা নিয়েছে। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে আর স্ত্রী—এদের নিয়েই সংসার। মুদিখানার আয় থেকেই সংসার চালিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা সবই করতে হয়। সেই কোন শৈশবে বাবার হাত ধরে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে আসা। ক্যাম্প, এধার-ওধার করে খেয়ে না-খেয়ে বাবা-মা সঙ্গে এই ঝোপঝাড়ে ঘেরা কাঠা-দুই জায়গা পেয়েছিলেন। টালির চাল আর হোগলার বেড়া দিয়ে কোনোক্রমে মাথা গোঁজা। একটা সময় অতীনের বাবা কোনো একটা কারখানায় চাকরিও পেয়েছিলেন। হাড়ভাঙা খাটুনি। দেশে জমিজিরেতের কাজে খাটুনি থাকলেও একটা ছন্দ ছিল, প্রাণের আনন্দ ছিল তাই খাটুনির জন্য কোনো পরিশ্রম মনে হতো না। কৃষিকাজ থেকে এখানে কারখানার কাজে যোগ দিয়ে কখনোই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি অতীনের বাবা। মালিকের হুমকির মধ্যেই কাজ করতে হতো।

একটা সময় কয়েকজন শ্রমিক মিলে একটা ইউনিয়নেরও সদস্য হয়ে পড়লেন। একটা সময় কারখানায় কী সব গোলমাল শুরু হয়ে গেল। বেশ কিছু কর্মচারী ছাঁটাই হলেন। অতীনের বাবাও তার মধ্যে একজন। বেশ কিছুদিন কারখানার গেটে কাস্তে-হাতুড়ি ছাপা দাবিপত্র বুকের কাছে জামায় এঁটে সবাই বসে থাকছিলেন। মাঝে মাঝে শ্লোগান দিচ্ছিলেন। দাবিগুলির মধ্যে ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নেবার দাবিই মুখ্য ছিল। ইউনিয়ন থেকে সপ্তাহে কিছু টাকার ব্যবস্থা হচ্ছিল। এ ভাবেই চলছিল। ইউনিয়নের সঙ্গে বাবাও এখানে ওখানে মিটিং করতে যেতে লাগলেন।

তারপর এল সেই ভয়ংকর দিন। মালিক গুণ্ডা লাগিয়ে শ্রমিকদের অবস্থানের জায়গাটাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিল। যারা ওখানে ছিলেন তাদের প্রচণ্ড মারধর করা হল। অতীনের বাবার মাথায় লোহার রড় দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল একজন গুণ্ডা। মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো অতীনের বাবা। কদিন যমে-মানুষে টানাটানি করে তিনি ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে।

অতীনের বয়স তখন কুড়ি ছুঁই-ছুঁই। মাকে নিয়ে একটা সময় শোক তাপ ছাড়িয়ে থিতু হবার জন্য একটা ছোট্ট মুদিখানা দোকান করে বসলেন বাড়ির সামনের অংশটায়। সেই সময় থেকেই দোকান। ইতিমধ্যে পাশের পাড়ায় মিলুর সঙ্গে বিয়ে। কিন্তু অতীনের ধারণা হয়ে গেল লালঝাণ্ডার জন্যই বাবার প্রাণটা গেল। সব সময়ই বেশ সন্ত্রস্ত থাকতো।

একটা সময় হঠাৎ করে পাড়ার কিছু মানুষ বোঝালেন মা-মাটি-মানুষের সরকার এসেছে। এদেরকে সমর্থন করুন অতীনদা। দুটাকা কিলো চাল, বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। মানুষকে কী সম্মান দিচ্ছে দিদি। সমর্থন করলে রাজ্যটাকে দিদি একেবারে সোনায় মুড়ে দেবেন। লোকজন অনবরত তাকে মা-মাটি-মানুষ বোঝাতে লাগল। অতীন ঘোষ ক্রমে ক্রমে একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে গেলেন। দোকান বন্ধ রেখেও মিটিং মিছিলে যেতে লাগলেন। সবাইকে বোঝাতে লাগলেন এই পার্টি করলে কত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। যদিও বাজারে বেশিরভাগ মানুষই ইতিমধ্যে ফিসফাস করে বলতে শুরু করেছেন এই পার্টিটার মধ্যে বড় বড় চোর জন্ম নিয়েছে, তোলাবাজ তৈরি হয়েছে। সিন্ডিকেট তৈরি করে বাড়ি ঘর রাস্তাঘাট তৈরি সব কিছুকেই এরা নিয়ন্ত্রণ করছে। আশেপাশে ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হচ্ছে। সিন্ডিকেটের কাছ থেকে ইট বালি, সিমেন্ট না কিনলে ওদের কাছ থেকে লেবার না নিলে বাড়ি তৈরিই হবে না। বড় বড় নেতা এদের পিছনে আছে।

অতীনবাবু নিজে প্রতিবাদ করছেন কিন্তু মাঝে মাঝে ধন্ধেও পড়ে যান। ছোট বড় সব লিডাররাই তো চোখের সামনে ফুলে ফেঁপে উঠছে। কোন চাকুরি বাকরি নাই অথচ এত দামি মোটর সাইকেল চড়ছে কী করে? সারাক্ষণই মোটর সাইকেলে দল বেধে কোথায় যেন নিয়মিত যাতায়াত করছে; পোষাক আশাক সব চোখের সামনে পাল্টে যাচ্ছে। এখনো বিশ্বাস যায়নি।

ইতিমধ্যে ছেলে পাশ করে কলেজে ভর্তির আবেদন করেছে অনলাইনে। যাক ছেলেটার কপাল ভালো। একটা ভালো কলেজে চান্স পেয়ে গেল। অতীন সবাইকে ডেকে বলেন সে সুখবর। কী সুন্দর ব্যবস্থা! ধরাধরি করতে হল না, কিচ্ছু না, এবার যেয়ে ভর্তি হয়ে গেলেই হবে।

সেজেগুজে অতীনবাবুর ছেলে সেদিন সকাল-সকালেই কলেজের গেটে গিয়ে হাজির। ঢুকতে যেতেই একটি জিন্সের প্যান্ট, বুকখোলা জামা গায়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল— বাবা কোথায় যাচ্ছ?

— আমি ভর্তি হতে এসেছি। অন লাইনে আমি সিলেক্টেড।

— শোন, ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে এসো, নইলে কিছু হবে না। আশপাশের একদঙ্গল ছেলে হো হো করে হেসে উঠল।

অতীনবাবুর সামনে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ভর্তি না হবার গ্লানি তাকে নতমস্তক করে দিয়েছে। অতীনবাবু মাথা তুলে দাঁড়ালেন— আমি ভুল করেছিলাম, এদের আর সাহায্য নয়। এরা সত্যিই সমাজদ্রোহী, বিরোধীদের অভিযোগ ঠিক।

তোমাকে বলছি 'মা'

বিপাশা চট্টোপাধ্যায়

(পুরুলিয়ায় নির্যাতিতা শিশুটির কথা ভেবে)

মা গো, বেশ তো ছিলাম, তোমার ঐ
সোহাগ মাখা কোটরটিতে,
ঘুম ঘুম দিন কাটছিল বেশ, তোমায়
ছুঁয়ে, তোমার সাথে...
রক্ত থেকে রক্ত নিতাম, তোমার
শ্বাসের শব্দ নিতাম,
জল ছলছল সেই বিছানায়, তোমার
গায়ের গন্ধ নিতাম,
আমার অমন আঁধার আদর,
কাড়লে কেন আচম্বিতে!

আনলে কেমন কঠিন আলোয়,
ভোলায় যা 'মা' শব্দটিকে!
এ কেমন আলো, ভোলায় যা মা'র
নাড়ি ছোঁড়ার কষ্টটিকে!
যখন আমার ছোট্ট শরীর,
যন্ত্রণাতে যাচ্ছে ভেসে,
কোথায় গেলো তোমার সে ওম্!
টানলে না তো বুকের পাশে।!

আজকে আমার চোখে আঁধার,
কিন্তু দেখো, জ্বলবে আলো...
শৈশবকে খুন করে যে, দূর হবে
সেই নিকষ কালো...।

পার্থ চক্রবর্তীর একটি কবিতা

তোমারই আশায় পথ চেয়েছিলাম,
বৃষ্টি ধুয়ে গেছে পিচরাস্তা
এমন সময় তুমি এলে ভেজা শরীরে
চৌকাঠে পা পড়তে চমকে গেলাম!
সেদিন দেখা, এখন দেখা,
কত বদলে গেছো তুমি।
তবু কাঁপা শরীরে
মৃদু হেসে বললে আমায়,
এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবো!
ঘোর ভাঙতেই দুয়োর ছেড়ে,
নতুন পাওয়া ধুতিখানা
এগিয়ে দিয়ে লজ্জা মাখা কণ্ঠে বলি,
তুমি আগের চেয়ে সুন্দরী,
স্বীকার করছি আজ।
বাঁধন হারা হতেই,
সকাল বেলা দেখি
ধুতিখানা রয়েছে পড়ে,
দুয়োরখানি খোলা,
বিছানা জুড়ে আমি
তখন একা।
সাদা কাগজে লেখা
কাল আমার বিয়ে
নিমন্ত্রণে সাহস হল না।

না লেখা কবিতা

কাকলি ঘোষ

নীল ধোয়া সমুদ্র জ্যোৎস্নায় অন্তহীন
পাড়ি মুগ্ধতায়
তবুও কোথাও এক বিন্দু
জলের পিয়াসা অপেক্ষা করে থাকে—
যেমন অপেক্ষা করে থাক, তুমি, কবিতা,
অজস্র পল ভরা নির্জনতার।
শালপাতা ঝরে পড়ে
এক একটি নক্ষত্র সময়ের পল থেকে
খসে পড়ে—
না লেখা কবিতাগুলোর যন্ত্রণা ভুলে যাই
কোনো এক উজানে কবিতার স্রোতে
ভেসে ভেসে—
যন্ত্রণা কখন যেন সান্ত্বনা হয়ে যায়—
সব কবিতা, কবিতা হয়ে ওঠে না।

অঙ্গীকার

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

সুর্যোদয়ে পলাশ শিমূল
লাল-লাল-লাল অঙ্গীকার
জানলা খোলা, আলো আসে
চোখের তারায় সূর্য হাসে
পথেই এলো জোয়ার।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

মাসের প্রথম সংখ্যা :
বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা :
শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা :
অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা :
সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা :
বিবিধ বিষয়ক।

মূল্য-২ টাকা।

বর্ধমান জাগরণী পুরস্কৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবছর ২২৪টি পত্রিকার (শারদ ২০১৬)-র মধ্যে মেধা ও সার্বিক গুণমানের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের (বহির্বঙ্গ সহ) সেরা ১৫টি পত্রিকাকে পুরস্কৃত করে 'পশ্চিমবঙ্গ ছোটো পত্রিকা সমন্বয় সমিতি', ১৭ জুলাই বাংলা আকাদেমি সভাঘরে। সার্বিক মূল্যায়নে বর্ধমান জেলার একমাত্র পত্রিকা বিকাশ বিশ্বাস সম্পাদিত 'বর্ধমান জাগরণী' পুরস্কৃত হয়। অনুষ্ঠানে সম্পাদককে স্মারক ও উত্তরীয় প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক রামরমণ ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট লেখক রমেশ পুরকায়স্থ। উপস্থিত ছিলেন পার্থ রাহা, আশিস সান্যাল, সমীর রক্ষিত ও 'মেটেফুল' পত্রিকা সম্পাদক দিলীপ বসু প্রমুখ। সঙ্গীত, গ্রন্থপ্রকাশ, পুরস্কার প্রদান ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সংগঠনের সম্পাদক অমল কর অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় বর্ষাযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ২৩ জুলাই : বর্ধমান সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বর্ষাযাপন। 'বর্ধমান আলাপ' সংস্থার পক্ষ থেকে গীতি কবির বর্ষাগানে ডি. এল. রায়, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং নিধুবাবুর গান পরিবেশন করেন যা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। 'বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ' কর্তৃক মন বাদলের গানগুলি পুরানো দিনের আধুনিক গান এবং লোকসঙ্গীত স্রোতাদের আনন্দ দেয়। 'মেঘ বৃষ্টি বারুদ'-এ শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার ও কাকলি রায়ের অনবদ্য পরিবেশনায় কবি অংশুমান করের কবিতায় রবীন্দ্রমানস একাকার হয়ে যায়। 'প্রতিভা কালচারাল সেন্টার' কর্তৃক বর্ষাভিসার বর্ষাকে রূপেরসে ভরায়। আরাত্রিকা ভট্টাচার্যের 'বরখা বাহার আয়ি'র মিষ্টি গলা সকলকে মুগ্ধ করে। পিয়ালী ঘোষের পরিচালনায় নৃত্যগীতি বর্ষা নতুন করে ডেকে আনে। অনুষ্ঠান হয় বর্ধমান টাউনহলে।

শিশু বিশেষজ্ঞ নেই কালনা হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ জুলাই : মাসখানেক আগে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল উদ্বোধন হয়েছে ডাক্তার ও কর্মচারী ছাড়াই। আজও কোনো ডাক্তার বা কর্মচারী নিয়োগ হয়নি। তার পাশেই দীর্ঘদিনের তিনশো বেডের মহকুমা হাসপাতাল। বর্ধমান জেলার তো বটেই পার্শ্ববর্তী নদীয়া ও হুগলি জেলার একটা বিরাট অংশের মানুষ প্রতিদিন কালনা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে চরম ডাক্তার সংকট দেখা দিয়েছে। হেলদোল নেই কারো।

প্রায় মাস তিনেক থেকে এই হাসপাতালে তিনজন মেডিসিন ডাক্তারের জায়গায় মাত্র একজন ডাক্তারকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। তিনি অসুস্থ হলে বা ছুটি নিলে অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে। মাস দুয়েক আগে এই হাসপাতালের এক শিশুবিশেষজ্ঞ চাকুরি ছেড়ে দেন। মাত্র একজনকে দিয়েই কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাসপাতালের শিশুবিভাগ চলছিল। কিন্তু এগারো দিন আগে সেই ডাক্তারবাবুও কোনো বিশেষ কারণ দেখিয়ে ছুটিতে আছেন। ফলে শিশুবিভাগ শিশুবিশেষজ্ঞ হীন হয়ে পড়েছে। এই কথা স্বীকার করে নিয়ে কালনা হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই জানান— হাসপাতাল চরম সঙ্কটে। অন্যান্য ডাক্তারবাবুকে দিয়ে কোনো রকমে ঠেকা দিয়ে হাসপাতাল চলছে। আমি ডাক্তারের জন্য লিখেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ডাক্তার পাওয়া যায়নি। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা জোনাল সম্পাদক আলিম সেখ জানান, বিষয়টি খুবই উদ্বেগের। আমরা খুব শীঘ্রই আন্দোলনে নামবো।

যুব ফেডারেশনের ৫০ বছরে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২২ জুলাই : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে পূর্বস্থলী-২ লোকাল কমিটি। শিবির অনুষ্ঠিত হয় মেড়তলা পঞ্চায়েতের কামারডাঙ্গা গ্রামে। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের জোনাল সম্পাদক বিন কাশিম সেখ। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রদীপ সাহা ও ইউনিট সম্পাদক ধর্মেন্দ্র ঘরামি। ৬০ জন যুবক রক্তদান করেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও যুবদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

সাম্প্রদায়িক, দুষ্কৃতীদের দলগুলিই ক্ষমতায়

—প্রথম পাতার পর

শিকদার প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন যুবনেতা আলিম শেখ। স্মরণসভার আগে প্রয়াত যুবনেতার স্মৃতির উদ্দেশ্য রক্তদান শিবির হয়। যুবনেতা প্রলয় আইচ রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১০ জন মহিলা সহ ৫৬ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা করুণা ভট্টাচার্য, বীরেন ঘোষ, মধু সিংহরায় সহ তার পরিবারের লোকজন।

শাসক দলের হুমকিকে উড়িয়ে দিয়ে এদিনকার স্মরণসভায় হাজির হন বহু মানুষ। এমনকি বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী নন তেমন বহু যুবক-যুবতীরা শিবিরে এসে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ফলে পূর্ব তালিকাভুক্তদেরই রক্ত না দিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। এই খবর জানার পর অঞ্জু কর তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত এই জন্যই যে, যাঁরা আমাদের ভুল বুঝে দূরে চলে গিয়েছিলেন তারা আবার ফিরে আসছেন। আমাদের আরো বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে, তাদের সঙ্গে বন্ধন মজবুত করতে হবে।

উন্নত ধানবীজ কাজেই আসছে না

—প্রথম পাতার পর

পাওয়া গেছে। বিশেষ করে সমভাগী ধানের ক্ষেত্রে। সমভাগী ও স্বর্ণ মাশুরি ধানের ফলন প্রায় সমান হলেও সমভাগী ২০ থেকে ২৫ দিন আগে পাকে। ফলে পরবর্তী আলু চাষে সময় বেশি পাওয়ায় ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদনব্যয় কমে। কারণ নাবি ধসা থেকে আলু গাছ একেবারে মুক্তি পায়। তাছাড়াও সমভাগী ধান খরা সহনশীল হলেও স্বর্ণ মাশুরি সহনশীল নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষকরা স্বর্ণ মাশুরিই চাষ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ রাইসমিলগুলি স্বর্ণমাশুরি ছাড়া অন্য ধান কেনে না। এই সমস্যা দূর হলে কৃষকরা লাভবান হবেন। পাশাপাশি সরকারি কৃষি খামারগুলিও গুরুত্ব থাকে। আমাদের খামারে সমভাগী ধানের চারা রোপণের কাজ শুরু হয়েছে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

সাইকেল বিলিতে স্কুলের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সম্প্রতি রাজ্য সরকারের সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল বিলির সময় স্কুলের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের কলিগ্রাম হাইস্কুলে। স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণির ১০৮ জন ছাত্রকে সাইকেল বিলি করা হয়। এ বাবদ প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে ৩৭ টাকা করে নেওয়া হয়। টাকা নেওয়ার কথা কবুল করেছেন স্কুলের সহকারী শিক্ষক সরোজ কুমার পাল। তিনি বলেন, বর্ধমানের কৃষি খামার থেকে সাইকেলগুলি স্কুলে পাঠানোর ভাড়া বাবদ প্রতিটি সাইকেল পিছু এই টাকা নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকদের প্রশ্ন— যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, সবুজ সাথী প্রকল্পে স্কুল পড়ুয়ারা নিখরচায় সাইকেল পাবেন সেখানে টাকা নেওয়া হচ্ছে কেন?

ন্যূনতম ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে

—প্রথম পাতার পর

এলাকায় আন্দোলন চলছে। গাঙ্গুর গ্রাম, কেজা গ্রাম, চোটখণ্ড, শুঁড়া দুর্গাপুর, মিনারাগড়, দেওলিয়া প্রভৃতি গ্রামে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে। খেতমজুরদের মজুরি বেড়েছে। বেশ কিছু অঞ্চলে এখনও আন্দোলন চলছে। দেবীপুরে খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে আক্রান্ত হয়েছেন কৃষক নেতা হিরুলাল সরেন। আন্দোলনকারী ও চাষিদের সাথে আলোচনায় মজুরি বাড়ানো হবে বলে চাষি ও খেতমজুরদের বিডিও অফিসে নিয়ে আসা হয়। প্রশাসনের মধ্যস্থতায় আলোচনা চলাকালীন মেমারি-১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জী হুমকি ও চোখরাঙানিতে আলোচনা ভেস্তে যায়। তিনি হুমকি দেন পুরানো মজুরি দরেই কাজ করতে হবে। অথচ সরকার নির্ধারিত মজুরি মানতে নারাজ তিনি।

কন্যাশ্রী একাউন্ট থেকে টাকা গায়েব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : কন্যাশ্রী একাউন্ট থেকে টাকা গায়েব। ঘটনার শিকার রায়ান উচ্চদ্যিালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মৌসুমী মণ্ডল। গ্রামেরই একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে তার কন্যাশ্রী একাউন্ট। রাজ্য সরকারের দেওয়া টাকা তুলতে গিয়ে তার চক্ষু চড়ক গাছ হবার অবস্থা। দুবারে তাঁর একাউন্ট থেকে ৫০০ টাকা করে হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানায়, তোমার এটিএম থেকে টাকা তোলা হয়েছে, থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হবে। আর এই টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না। বরং ভবিষ্যতে এরকম যাতে না হয় তার দিকে নজর দেবে ব্যাঙ্ক। অভিযোগ মৌসুমীর দাদা থানায় হেনস্থার শিকার হন। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা বলেন, টাকা বেশি আছে বলেই একাউন্ট থেকে টাকা উঠে গেছে! যাদের টাকা নেই তাদের টাকা লোপাট হয় না। মাত্র ১৩ বছর বয়সের মৌসুমী রাজ্য সরকার, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে এ ধরণের আচরণ পেয়ে মুষড়ে পড়েছে।

জি এস টি-র ধাক্কায় অমিল জীবনদায়ী ওষুধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সম্প্রতি জি এস টি লাগু হওয়ার সপ্তাহ তিনেক কেটে গেলেও ওষুধের বাজারে অমিল জীবনদায়ীসহ প্রায় সমস্ত ধরনের ওষুধ। সাধারণ মানুষের ওষুধের খোঁজে প্রায় নাকাল হওয়ার মতো অবস্থা। চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপসন দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে যাচ্ছেন ওষুধের দোকানের মালিক এবং কর্মচারীরা। রিটেলার দোকানগুলিতে অর্ডারের লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। কিছু কিছু ওষুধ বাজারে এলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। ফলে জি এস টি-র ধাক্কায় কুপোকাত হচ্ছেন দোকানের মালিক, কর্মচারী এবং রোগীর বাড়ির লোকজন।

বামফ্রন্টের জোরদার প্রচার

—প্রথম পাতার পর

কাঠগড়ায় তুলে প্রচার চালাচ্ছে বামপন্থীরা।

ইস্পাত আবাসন এলাকাতেও প্রচার চলছে জোরকদমে। এ.এস.পি.কে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। শ্রমিক-কৃষক তাই জোট বেঁধে প্রতিরোধ করছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির। তার সঙ্গে পরিষেবা নিয়েও সজাগ সাধারণ মানুষ। এই এলাকার ও সংলগ্ন ১০টি ওয়ার্ডেও জোর প্রচার চলছে বামপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনে।

বেসরকারিকরণ হতে দেব না

—প্রথম পাতার পর

গড়ে তুলেছেন যৌথ মঞ্চ। কর্মসূচিগুলিতে দুর্গাপুরের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচানোর লড়াই-এ সামিল হয়েছে।

বিধায়ক সন্তাষ দেবরায় ও রাজ্য বিধানসভার বামফ্রন্ট পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বেসরকারিকরণ রোখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানালেও, মুখ্যমন্ত্রী কোনো কর্ণপাত করেননি। রাজ্যসভায় সাংসদ তপন সেন ও ঋতব্রত ব্যানার্জী অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট-এর বেসরকারিকরণ বাতিল করার জন্য জোরালো বক্তব্য রাখলেও স্থানীয় সাংসদ নীরব। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার গোটা দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চলে কারখানা ধ্বংসের নীতি নিয়েছে। চরম আশংকায় দুর্গাপুর মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে— দুর্গাপুর কি 'দুর্দশা-পুর' হয়ে যাবে? এই অবস্থায় "অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচাও—শিল্প বাঁচাও, দুর্গাপুর ইস্পাত রক্ষা করো, — রক্ষা করো দুর্গাপুর" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ যে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তা আজ সমগ্র দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের জীবন-জীবিকা রক্ষার আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

আজকে গণ-বিক্ষোভ চলাকালীন যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদল অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট-এর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সেইল-এর চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি পাঠান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিনয়েন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, বিকাশ ঘটক, রথীন রায়, সিপিআই(এম) বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, বিজয় সাহা, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, মণিলাল সিনহা, সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৮৪১ সালের ১৮ জুলাই। ২. রেভারেন্ড জেমস্‌লঙ, ১৮৬১ সালের ১৮ জুলাই। ৩. জাফরান, কাশ্মীরে। ৪. গঙ্গা ও পদ্মা। ৫. দয়ানন্দ সরস্বতী, আসল নাম মূলশঙ্কর তেওয়ারি, ১৮৭৫ সালে। ৬. 'উদন্ত মার্তন্ড', যুগলকিশোর সুকুলের সম্পাদনায় ১৮২৬ সালে। ৭. ২০১৭ সালের ১২ জুন। ৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ৯. হাওড়া। ১০. ৮ জুন, মূল ভাবনা 'আওয়ার ওশিয়ানস, আওয়ার ফিউচার'। ১১. ডেভিড গ্রসম্যান। ১২. তামিলনাড়ু।

ছোটদের জন্য ছড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কবি সুনির্মল বসু স্মরণে ছোটদের হাতে কলমে ছড়া রচনার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের রবীন্দ্র ভবনে। দুর্যোগের কারণে ৭০ জন কিশোর-কিশোরী হাজির ছিল। কবি দীপ মুখোপাধ্যায়, অভীক বসু, ঝর্ণা মুখোপাধ্যায় ও গীতালি সেন সহ উপস্থিত ছিলেন শিশু ও কিশোর অকাদেমির সচিব গৌতম গাঙ্গুলি, জেলা তথ্য আধিকারিক কুশল চক্রবর্তী ও সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটদের চারটি গ্রুপে ভাগ করে ছড়া রচনা শেখানো হয়।

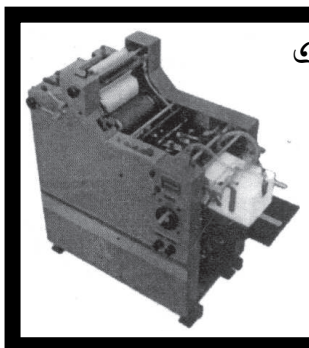
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
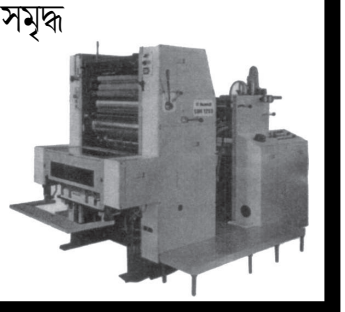
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা